

২৯শ পারা : সূরা - ৬৭

সার্বভৌম কর্তৃত্ব

(আল্-মুল্ক, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহর নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

- ১ মহামহিমাম্বিত তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সার্বভৌম কর্তৃত্ব; আর তিনি সব-কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান;
- ২ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যাচাই করতে যে তোমাদের মধ্যে কে কাজকর্মে শ্রেষ্ঠ। আর তিনি মহাশক্তিশালী, পরিত্রাণকারী;
- ৩ যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন সুবিন্যস্তভাবে। তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তারপর তুমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাও, তুমি কি কোনো ফাটল দেখতে পাচ্ছ?
- ৪ তারপর দৃষ্টি আরেকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাও, দৃষ্টি তোমার কাছে ফিরে আসবে ব্যর্থ হয়ে, আর তা হবে ক্লান্ত।
- ৫ আর আমরা নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করে রেখেছি প্রদীপমালা দিয়ে, আর আমরা তাদের বানিয়েছি শয়তানদের জন্য ভাঁওতার বিষয়; আর আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
- ৬ আর যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান!
- ৭ যখন তাদের সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার থেকে বিকট গর্জন শুনতে পাবে, আর তা লেলিহান শিখা ছড়াবে,—
- ৮ যেন ত্রোণে ফেটে পড়ছে। যখনই কোনো একদলকে ওতে নিক্ষেপ করা হবে তার রক্ষীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে— “তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?”
- ৯ তারা বলবে— “হাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী ইতিপূর্বে এসে গেছেন, আমরা কিন্তু অস্বীকার করেছিলাম ও বলেছিলাম— ‘আল্লাহ্ কোনো-কিছু অবতারণ করেন নি, তোমরা রয়েছ বিরাট পথভ্রান্তিতে বৈ তো নও’।”
- ১০ আর তারা বলবে— “আমরা যদি শুনতাম অথবা বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে হতাম না।”
- ১১ সুতরাং তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে; ফলে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের জন্য— ‘দূর হ!’
- ১২ নিঃসন্দেহ যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে গোপনে তাদের জন্য রয়েছে পরিত্রাণ ও বিরাট প্রতিদান।
- ১৩ অথচ তোমাদের কথাবার্তা তোমরা গোপন কর অথবা তা প্রকাশই কর। নিঃসন্দেহ তিনি বুকের ভেতরের বিষয় সম্বন্ধেও সর্বজ্ঞাত।
- ১৪ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? আর তিনি গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাত, পূর্ণ-ওয়াকিফহাল।

পরিচ্ছেদ - ২

- ১৫ তিনিই সেইজন যিনি পৃথিবীটাকে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন শাস্ত, ফলে তোমরা এর দিগ্দিগন্তে বিচরণ করছ এবং তার জীবিকা থেকে আহার করছ। আর তাঁরই কাছে পুনরুত্থান।

- ১৬ কী! যিনি ঊর্ধ্বলোকে রয়েছেন তাঁর কাছ থেকে কি তোমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ যে তিনি পৃথিবীকে দিয়ে তোমাদের গ্রাস করাবেন না, যখন আলবৎ তা আন্দোলিত হবে?
- ১৭ অথবা যিনি ঊর্ধ্বলোকে রয়েছেন তাঁর কাছ থেকে কি তোমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ পাছে তিনি তোমাদের উপরে পাঠিয়ে দেন এক কংকরময় ঘূর্ণিঝড়? ফলে তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!
- ১৮ আর এদের আগে যারা ছিল তারাও প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন কেমন হয়েছিল আমার অসন্তোষ!
- ১৯ তারা কি দেখে নি তাদের উপরে পাখিদের ছড়ানো ও গুটানো? তাদের পরম করুণাময় ছাড়া কেউ ধরে রাখেন না। নিঃসন্দেহ তিনিই সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।
- ২০ আচ্ছা, পরম করুণাময়কে বাদ দিয়ে কে সেইটি— যে হবে তোমাদের জন্য সেনাবাহিনী যে তোমাদের সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা তো বিভ্রান্তিতে থাকা ছাড়া আর কোথাও নয়।
- ২১ অথবা কে সে যে তোমাদের জীবিকা দেবে যদি তিনি তাঁর রিয়েক বন্ধ করে দেন? বস্তুত তারা অবাধ্যতায় ও বিতৃষ্ণায় অনড় রয়েছে।
- ২২ আচ্ছা, যে তার মুখের উপরে খুবড়ে খুবড়ে চলে সে কি তবে বেশি সৎপথে চালিত, না সেইজন যে সোজা হয়ে চলে শুদ্ধ-সঠিক পথে?
- ২৩ বলো— “তিনিই সেইজন যিনি তোমাদের বিকশিত করেছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর সে তো যৎসামান্য!”
- ২৪ তুমি বলে যাও— “তিনিই সেইজন যিনি পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।”
- ২৫ আর তারা বলে— “কখন এই ওয়াদা হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”
- ২৬ তুমি বলো— “জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে; আর আমি নিঃসন্দেহ একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।”
- ২৭ তারপর তারা যখন এটি আসন্ন দেখতে পাবে তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের চেহারা হবে মলিন, আর বলা হবে— “এটিই তাই যা তোমরা ডেকে আনছিলে।”
- ২৮ তুমি বলো— “তোমরা কি ভেবে দেখেছ— যদি আল্লাহ আমাকে ও যারা আমার সঙ্গে রয়েছে তাদের ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি করুণা করেন; কিন্তু কে অবিশ্বাসীদের রক্ষা করবে মর্মস্তুদ শাস্তি থেকে?”
- ২৯ বলো— “তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাঁতে ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপরে আমরা আস্থা রেখেছি; সুতরাং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে সেইজন যে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।”
- ৩০ বলে যাও— “তোমরা কি ভেবে দেখেছ— যদি তোমাদের পানি সাত-সকালে ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্য নিয়ে আসবে প্রবহমান পানি?”